মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ধ্যানচাঁদ পুরস্কার বিজয়ী হকি খেলোয়াড় হাকাম সিং ভট্টল।

মাঠে - ময়দানে

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করল বার্সেলোনা ও টটেনহ্যাম হটস্পার।

শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন ক্লাবের খুঁটিপুজো। কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবের পাশাপাশি ভবানীপুর ৭৫ পল্লির খুঁটিপুজো হয়ে গেল। আর এই খুঁটিপুজোতে উপস্থিত ছিলেন একঝাঁক তারকা। যাদের মধ্যে ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি, গ্র্যান্ড মাস্টার দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া প্রমুখ। এই ক্লাবের সেক্রেটারি সুবীর দাস জানালেন,' বিগত কয়েক বছরে আমাদের ক্লাব যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এবং বেশ কিছু পুরস্কারও জিতেছে। এবার ৫৪ তম বর্ষে আমরা নতুন কিছু ভাবনা নিয়ে এসেছি। বিগত বছরগুলোর মতো এই বছরের ভাবনাও দর্শকদের বেশ ভাল লাগবে এবং তাঁরা পরিবারের লোকজন ও বন্ধুদের নিয়ে ৭৫ পল্লির পুজো দেখতে আসবেন। অনেক কিছু ভাল স্মৃতি নিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারবেন।'

পালিত হল মোহনবাগান দিবস

স্টাফ রিপোর্টার: রবিবার ছিল মোহনবাগান দিবস। তাই ময়দানের রঙ ছিল সবুজ-মেরুন। আবেগে-গ্ল্যামারে আভিজাত্যে মোরা মোহনবাগান দিবসে মোহনবাগান রত্ন পুরস্কার তুলে দেওয়া হল প্রাক্তন ফুটবলার প্রদীপ চৌধুরীর হাতে। একই মঞ্চে সংবর্ধিত হলেন বর্ষীসেরা ফুটবলার অধিনায়ক শিল্টন পাল, বর্ষসেরা ক্রিকেটার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় এবং সেরা জুনিয়র ফুটবলার সৌরভ দাস।

জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হল প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় গুরবক্স সিং এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার অরুণলালকে। যদিও এই দুই প্রাক্তন খেলোয়াড় দেশের বাইরে থাকায় জীবনকৃতি সম্মান দিতে মোহনবাগান মঞ্চে হাজির থাকতে পারেননি। মোহনবাগান দিবসে হাজির ছিলেন চুনী গোস্বামী সব বহু প্রাক্তন ফুটবলার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, বিধায়ক তমোনোশ ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। হাজির ছিলেন প্রাক্তন দুই কর্তা সুপ্রিয় বসু এবং দেবাশিস দত্ত। তবে গরহাজির ছিলেন প্রাক্তন সভাপতি টুটু বসু।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ সাল। টানা ছয় বছর মোহনবাগানের জার্সি গায়ে খেলা কৃতিত্ব প্রদীপ চৌধুরীর। ১৯৮১ সালে মোহনবাগানের অধিনায়কত্ব করার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। ১৯৭৭ সালে মোহনবাগানের ত্রিমুকুট জয়ে বড় ভূমিকা ছিল প্রদীপের। এবার তাকেই মোহন রত্ন পুরস্কার তুলে দিলেন ক্লাব কর্তারা। ১৯৭৬ সালে মোহনবাগান জার্সি গায়ে খেলা শুরু প্রদীপ চৌধুরীর। সেবার মুম্বইয়ে টাটা স্পোর্টস ক্লাব ছেড়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন মোহনবাগানে। ১৯৭৭ সালে মোহনবাগানের ত্রিমুকুট জয়ে প্রদীপের বড় ভূমিকা ছিল। সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে তিনি খেলেছেন বহু স্মরণীয় ম্যাচ। বাগানের জার্সি গায়ে ফুটবলার হিসাবে বহু টুর্নামেন্টে ট্রফি জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। ফুটবলার হিসাবে তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয়। এমনকী জীবনে লাল কার্ড দেখা তো দূরের কথা হলুদ কার্ড পর্যন্ত দেখেননি। ১৯৮১ এর মরশুমে মোহনবাগান অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। সেবারই সত্তাজিৎ ঘোষ, সমর ভট্টাচার্যকে জায়গা করে দিতে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। টানা ছয় বছর মোহনবাগানে খেলার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। মোহনবাগানের খেলার পাশাপাশি ভারতীয় দলের ম্যানেজারের পদ সামলেছেন বেশ কয়েক বছর। এবার মোহনবাগান রত্ন পুরস্কার পেলেন তিনি।

টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হারল বায়ার্ন

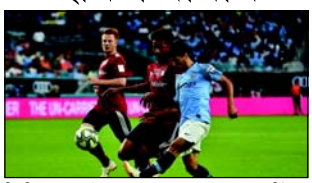

মিয়ামি, ৩০ জুলাই : প্রাক মরশুমে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হারের মুখ দেখল এবারের বুন্দেশলিগা জয়ী দল বায়ার্ন মিউনিখ। ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন্স কাপের ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ম্যাচে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ২-৩ গোলে হারতে হল তাদের। আর এই জয়ের ফলে টানা দুই ম্যাচে হারের পর জয়ের মুখ দেখল পেপ ওয়ার্দিওলার শিষ্যরা। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ড রক স্টেডিয়ামে এদিন মুখোমুখি হয় দু'দল। ম্যাচের ১৫ মিনিটে মেরিটিন শাহবানির গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ২৪ মিনিটে দলের হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করে নিকো কোভাকের দল। তবে দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি ম্যান ইউ। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে বারনার্দো সিলভার গোলে ফলাফল ১-২ করে সিটিজেনরা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও বেশি আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে পেপ ওয়ার্দিওলার শিষ্যরা। যার সুফলও পায় তারা। ম্যাচের ৫১ মিনিটে সমতায় ফেরে তারা। আর দলকে সমতা ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ নেন লুকাস নেমেচার। আর ৭০ মিনিটে সিলভার গোলে ৩-২ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ম্যান সিটি। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তাদের পরবর্তী ম্যাচ খেলবে আগামী রবিবার চেলসির বিরুদ্ধে। এরপর তাদের পরবর্তী ম্যাচ আর্সেনালের বিরুদ্ধে। আর এবারের বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন হল বায়ার্ন মিউনিখের পরবর্তী ম্যাচ আগামী ১২ আগস্ট এইনত্রাক্টটের বিরুদ্ধে। এখন দেখার ইন্টারন্যাশনাল কাপে পরপর দুই ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে বায়ার্ন মিউনিখ জয়ের সরণিতে ফিরতে পারে কি না। আর সেই ম্যাচে জিততে না পারলে বুন্দেশলিগার নতুন মরশুম শুরুর আগে বায়ার্নের কাজটা অনেকটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

লিভারপুলের হয়ে প্রথম ম্যাচেই গোল শাকিরির

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৯ জুলাই: লিভারপুলের জার্সি গায়ে চাপানোর পর প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেই চমকে দিলেন সুইডিশ ফুটবলার জারদান শাকিরি। ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন্স কাপের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। বড় ব্যবধানে ম্যাচ জয়ের চাইতেও বেশি চর্চায় শাকিরির গোল। অ্যালপাইন মেসির সেই বাইসাইকেল কিকের গোলটিই এখন ফিরে দেখছে সমগ্র বিশ্বের ফুটবল ভক্তরা। তবে শাকিরি ছাড়া লিভারপুলের হয়ে অন্য গোল তিনটি করেছেন সাদিও মানে, ড্যানিয়েল এবং ওজো। ম্যাচের ২৮ মিনিটেই লিভারপুলের তারকা ফুটবলার সালাহকে ফাউল করলে পেনাল্টি দিয়ে দেন রেফারি। আর সেখান থেকেই ম্যাচের প্রথম গোলটি করে যান রেডসরা। এই সহজ সেটপিস থেকে ম্যান ইউয়ের জালে বল জড়িয়ে দিতে ভুল করেননি সাদিও মানে। ম্যাঞ্চেস্টারের হয়ে গোল শোধ করেন আন্দ্রেয়াস পেরেইরা।

দলের অনভিজ্ঞতাই সমস্যা ইস্টবেঙ্গলের

স্টাফ রিপোর্টার: টানা ৯ বার কলকাতা লিগ জয়ের হাতছানি। নয়া কীর্তি স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চান না ইস্টবেঙ্গলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সুভাষ ভৌমিক। দলের বোঝাপড়া বাড়াতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনুশীলন চলছে। কিন্তু দলে অভিজ্ঞতার অভাব। আর এই অনভিজ্ঞতাই অস্বস্তিতে রেখেছে সুভাষ ভৌমিককে। এবারের দলের বেশিরভাগ ফুটবলারই তরুণ। বয়স কম তাই সাহস বেশি। কিন্তু অকুতোভয় মানসিকতার সঙ্গে যতটা পরিণত বোধ দরকার তা লাল-হলুদ ফুটবলারদের কম। ১০ দলের লিগে এবছর মোহনবাগান ছাড়াও বেশ কয়েকটি কঠিন ম্যাচ রয়েছে। বিশেষ করে রেনেগা স্পোর্টিং, পিয়ারলেস, টালিগঞ্জ ম্যাচগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লিগের প্রথম চারটে ম্যাচকে সবচেয়ে কঠিন বলে মনে করছে লাল-হলুদ থিঙ্কট্যাঙ্ক। সেই তালিকায় সুভাষ ভৌমিক ডার্বিকে রাখতে রাজি নন। কারণ ওই ম্যাচের ফলাফল নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। পাশাপাশি, আল আমনা কলকাতা লিগের সব ম্যাচ খেলতে চান না। কিন্তু তাকে রেখেই প্রথম একশ গড়ছেন সুভাষ ভৌমিক। কারণ মাঠের মধ্যে সিরিয়ান মিডফিল্ডার অঘোষিত অধিনায়ক। ম্যাচে দল সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলে আমনাকে কম সময় খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দু'জন বিদেশি রয়েছে এই দলে। কোস্টারিকার বিশ্বকাপার দ্বিতীয় সপ্তাহে যোগ দেবেন। আরও একজন বিদেশি স্ট্রাইকারের আসার কথা রয়েছে।

প্রথম একদিনের ম্যাচে জয়ী দক্ষিণ আফ্রিকা

ডাম্বুলা, ২৯ জুলাই : শ্রীলঙ্কার মাঠে টেস্ট সিরিজে হারের হতাশা কাটিয়ে একদিনের সিরিজে ঘুরে দাঁড়াল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম একদিনের ম্যাচে তারা ৫ উইকেটে হারাল লঙ্কাবাহিনীকে।

ডাম্বুলায় এদিন টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস। প্রোটিয়া বোলারদের দাপটে ৩৪.৩ ওভারে মাত্র ১৯৩ রানে শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭২ বলে ৮১ রান করেন কুশল পেরেরা। থিসারা পেরেরা করেন ৩০ বলে ৪৯ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার সফল বোলার তাবরাইজ সামসি। ৮.৩ বলে ৩৩ রান দিয়ে ৪ উইকেট সংগ্রহ করেন তিনি। ৮ ওভারে ৪১ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন কাগিসো রাবাদা। রান তাড়া করতে নেমে ৩১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। জিন পল ডুমিনি ৩২ বলে ৫৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। ৫৬ বলে ৪৭ রান করেন অধিনায়ক ফাফ দু প্লেসিস এবং ৫৯ বলে ৪৭ রান করেন ওপেনার কুইন্টন ডি কক। শ্রীলঙ্কার সফল বোলার আকিলা ধনঞ্জয়। ১০ ওভারে ৫০ রান দিয়ে তিন উইকেট নেন তিনি। একটি করে উইকেট পান সুরঙ্গা লকমল ও লক্ষণ সান্দাকান। ৪ উইকেট নেওয়ায় ম্যাচের সেরা হন সামসি। ডাম্বুলাতেই আগামী ১ আগস্ট দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে খেলতে নামবে দুই দল। এখন দেখার প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ঘুরে দাঁড়াতে পারে কি না।

ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে ৯ বছর পর একদিনের সিরিজ জয় টাইগারদের

ওয়েন্টার পার্ক, ২৯ জুলাই : ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের টেস্ট সিরিজের হতাশা ভুলে ঘুরে দাঁড়াল বাংলাদেশ। ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর একদিনের সিরিজে টাইগাররা জয় পেল ২-১ ব্যবধানে।

প্রথম একদিনের ম্যাচে বাংলাদেশ জয় পেয়েছিল ৪৮ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ৩ রানে জয় পায় ক্যারিবিয়ানরা। ফলে সিরিজের নির্ধারক ম্যাচে দুই দলের কাছেই লড়াইটা বেশ কঠিন ছিল। আর সেই কঠিন লড়াইয়ের ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের ১৮ রানে হারিয়ে সিরিজ পকেটে পুরল বাংলাদেশ। ওয়েন্টার পার্কে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফি মোর্তাজা। নির্ধারিত ৫০ ওভারে তারা সংগ্রহ করে ৬ উইকেটে ৩০১ রান। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন ওপেনার তামিম ইকবাল। তাঁর সংগ্রহ ১২৪ বলে ১০৩ রান। কেরিয়ারে এটি তাঁর একাদশতম অর্ধশতরান।

তামিমের ইনিংসটি সাজানো ছিল সাতটি বাউন্ডারি ও ২টি ওভারবাউন্ডারির সাহায্যে। ৪৯ বলে ৬৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন মাহমদুল্লাহ। সাকিব-আল-হাসান করেন ৪৪ বলে ৩৭ এবং অধিনায়ক মোর্তাজার সংগ্রহ ২৫ বলে ৩৬ রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দুটি করে উইকেট সংগ্রহ করেন আশলে নার্স ও জেসন হোল্ডার। ১০ ওভারে ৫৩ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন নার্স এবং ১০ ওভারে ৫৫ রান দিয়ে দুই উইকেট সংগ্রহ করেন হোল্ডার। রান তাড়া করতে নেমে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৮৩ রান সংগ্রহ করে ক্যারিবিয়ানরা। দলের বিধ্বংসী ওপেনার ক্রিস গেইল করেন ৬৬ বলে ৭৩ রান। ৯৪ বলে ৬৪ রান করেন সাই হোপ। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে শতরান করে দলকে জেতানোর নায়ক শিমরন হেটমেয়ার এদিন করেন ৪২ বলে ৩০ রান। শেষের দিকে রোভম্যান পাভেল ঝোনো ইনিংস খেললেও দলকে জেতাতে ব্যর্থ হন। শেষ দুই ওভারে তাদের জয়ের জন্য দরকার ছিল ৩৪ রান।

রুবেল হোসেনের করা ৪৯ তম ওভার থেকে মাত্র ৬ রান নিতে পারেন রোভম্যান পাওয়েল ও অ্যাশলে নার্স। মোস্তাফিজুর রহমানের শেষ ওভারে আসে ৯ রান। ফলে ১৮ রানে ম্যাচ জিতে সিরিজ পকেটে পোরে টাইগাররা। রোভম্যান পাওয়েল ৪১ বলে ৭৪ রানে অপরাজিত থাকেন। দুরন্ত পারফরম্যান্স করে সিরিজের সেরা হন তামিম ইকবাল। এরপর ৩ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে দুই দল। আগামী ১ আগস্ট ওয়েন্টার পার্কে প্রথম টি-২০ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচ ৫ আগস্ট ও তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ ৬ আগস্ট। এখন দেখার একদিনের সিরিজের হতাশা কাটিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে পারে কি না।

তিন বছর বয়সে ক্যারাটে ইয়ালো বেল্ট জিতল রাজ রায়

স্টাফ রিপোর্টার: ক্রীড়াক্ষেত্রে এমন অনেককেই আমরা দেখেছি যারা অনেক কম বয়স থেকেই তাদের প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই কমবেশি এরকম খুদে প্রতিভা খুঁজে পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষেও এরকম বেশ কিছু ক্ষুদে প্রতিভা খুব কম বয়সেই নিজেদের প্রতিভাকে সবার সামনে তুলে ধরেছে। সেরকম একজন হল কলকাতার ১৩৭ লেনিন সরণির ইউনিয়ন চ্যাপেল স্কুলের ছাত্র ৩ বছরের রাজ রায়। তালতলা একতা সংঘের মাঠে ভারতীয় ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ক্যারাটে পরীক্ষায় ইয়ালো বেল্ট জিতল ক্ষুদে রাজ। তবে তার জয়টা খুব সহজে আসেনি।

বাকি ৩৯ জন ক্যারাটে প্রতিযোগীদের সঙ্গে কঠিন লড়াই হয় রাজের। বাকিদের পরীক্ষায় পিছনে ফেলে ইয়ালো বেল্ট জিতে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করল রাজ। আর রাজকে এই ইয়ালো বেল্ট পড়িয়ে দিলেন কোচ আন্তর্জাতিক ক্যারাটে গ্র্যান্ডমাস্টার এম. এ. আলি। একজন তিন বছরের খুদে ইয়ালো বেল্ট জেতায় স্বভাবতই বেশ খুশি এম.এ.আলি। তিনি জানিয়েছেন,' রাজের বয়স খুবই কম। এত কম বয়সে বাকি প্রতিযোগিদের সঙ্গে লড়াই করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইয়ালো বেল্ট জেতাটা একমদমই সহজ কাজ নয়। কিন্তু সেটাই ও করে দেখিয়েছে। এই বছর ও ২২ তম ন্যাশনাল ওপেন ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় খেলবে। আশা করি ও রাজ্যের জন্য সোনা জিতবে। ন্যাশনাল ওপেন ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা জিততে পারলে ও আগামী বছর বিদেশে খেলার সুযোগ পাবে।' রাজ রায়ের মা নীলিমা রায় তাঁর ছেলের পারফরম্যান্সে খুব খুশি। তিনি জানিয়েছেন,' আমার ছোট ছেলের বয়স তিন বছর। এই বয়সে ও ইয়ালো বেল্ট পেল। আমি খুব খুশি। ও সাত মাস ধরে ক্যারাটে শিখছে। ক্যারাটের প্রতি ওর আলাদা ভালবাসা রয়েছে। বাড়িতেও ও অনুশীলন চালিত যায় রোজ। ভবিষ্যতে ও যদি আও ভাল করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে আরও বেশি খুশি হব।'

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা